নাঈমের মাল্টা এখন বাজারে বাজারে

আলমডাঙ্গা উপজেলার প্রত্যন্ত চরপাড়া গ্রামে মাল্টা, পেয়ারা ও লেবুর আবাদ করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার এক অকল্পনীয় গল্প তৈরি করেছেন স্কুল শিক্ষক নাঈম হাসান। নাঈম হাসানের তৈরি এই বাস্তব গল্পের মাল্টা বাগানে গাছভর্তি এখন টাকা আর টাকা। ঝুলছে মাল্টা গাছে টাকা, পেয়ারা গাছে টাকা ও টাকা ঝুলছে লেবু গাছের ডালে ডালে। তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি মাল্টার এই স্বপ্নের বাগান গড়ে তুলেছেন। এখন মণ মণ বিক্রি হচ্ছে মাল্টা, পেয়ারা ও লেবু।

রবিবার সরেজমিন উপজেলার একমাত্র মাল্টার বাগান দেখতে যান এই প্রতিবেদক। জামজামী ইউনিয়নের প্রান্তিক গ্রাম চরপাড়ার মাঠে গড়ে তোলা হয়েছে বিশালাকৃতির বাগান। বাগানটিকে চারদিক থেকে দেখভাল করছে চার থেকে পাঁচজন নিয়মিত শ্রমিক। বাগানের গাছে গাছে ঝুমঝুম করছে অগুনতি সবুজ মাল্টা ফল। খেতে সুমিষ্ট মাল্টার পাইকারী বাজার দর এখন কেজি প্রতি ১০০ টাকা। প্রতিদিন বাগান থেকে মনকে মাল্টা উঠানো হচ্ছে। স্থানীয় বাহনে তা চলে যাচ্ছে বাজারের খুচরা বিক্রেতাদের দোকানে।

বাগানের উদ্যেক্তা নাঈম হাসান জানান, তিনি একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। তিনি এমনিতেই আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী। প্রথমে কিছু দরিদ্র মানুষকে উপকার করতে মাল্টা, পেয়ারা ও লেবুর বাগান করার উদ্যেগ নেন তিনি। তিনি বলেন, এই বাগানকে ঘিরে চার-পাঁচটি পরিবার আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতা পেয়েছে। স্বচ্ছলতার সাথে তাদের সংসার চলছে। পাশাপাশি তিনি নিজেও এখন আরও স্বাবলম্বি হতে পেরেছেন।

নাঈম হাসান জানান, যুবকরা এ ধরনের উদ্যেগ নিয়ে সহজেই স্বাবলম্বী হতে পারেন। শুধু মাল্টার বাগান না, ছোট ছোট বিভিন্ন খামার করেও যুবকরা স্বাবলম্বী হতে পারেন। এখন অনেকেই গরুর খামার, হাস-মুরগীর খামার, মাছের খামার করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন।

তিনি জানান, চাকরির পেছনে ঘুরে সময় নষ্ট করে না করেতে। একটু বুদ্ধি করে পরিশ্রম করলেই আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া যায়।

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউপির উপনির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী নাজমুল

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নের আসন্ন ২০ অক্টোবরের উপনির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নেমেছেন নাজমুল হোসেন। কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ থেকে এমএ পাশ করে গ্রামে ফিরে নিজের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি।

ইতোমধ্যে ডাউকি ইউনিয়নজুড়ে সব শ্রেনি পেশার মানুষের মাঝে নিজেকে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে মেলে ধরতে পেরেছেন নাজমুল। তিনি পুরো ইউনিয়নেই ব্যাপক সাড়া ফেলেছেন বলে জানিয়েছেন বিভিন্ন গ্রামের ভোটাররা। শিক্ষিত, সদালাপি ও তরুণ রাজনীতিবিদ নাজমুল হোসেন নির্বাচন ও ডাউকি ইউনিয়নবাসীর ভাগ্যবদলের নানাদিক নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন এই প্রতিনিধির সাথে। মেহেরপুর প্রতিদিনের পাঠকদের জন্য নাজমুল হোসেনের কথাবার্তা তুলে ধরা হল:-

মে.প্রঃ আসন্ন উপনির্বাচনে ভোটারদের কেমন সাড়া পাচ্ছেন?

নাজমুলঃ আমার নিজ গ্রাম ডাউকি ছাড়াও বাদেমাজু, বিনোদপুর ও পোয়ামারী গ্রামবাসী আমাকে তাদের গ্রামের ছেলে হিসেবে দেখেন। আবাল-বৃদ্ধা-বনিতা সবার সাথে আমার ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে। আমি বড়দের সম্মানের চোখে দেখি। তাঁরাও আমাকে স্নেহের চোখে দেখেন। এছাড়াও ইউনিয়নের অন্যান্য গ্রামের ভোটাররা আমাকে তাঁদের কাছে টেনে নিয়েছেন। এতে করে আমি চরম আশাবাদী।

মে.প্রঃ ইউনিয়নে দরিদ্রদের জন্য সরকারি প্রণোদনায় স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আছে। এ ব্যাপারে কিছু বলুন।

নাজমুলঃ দেখুন আমি একজন খুব সাধারণ পরিবারের সন্তান। দারিদ্র কি আমি খুব ভাল করে জানি। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছি মানবিক মানুষ হওয়ার জন্য। যাদের ভেতরে মানবিক গুণাবলী আছে তারা কখনও গরীবের হক

মারবে না। দরিদ্রদের জন্য সরকারি যত রকমের ভাতা আছে আমি প্রকৃত দরিদ্রদের মাঝে সেই ভাতা তুলে দিতে চাই। আমি সব ধরনের মানুষের পাশে থাকতে চাই। ইউনিয়নবাসিকে সেবা করতে চাই।

মে.প্রঃ এই নির্বাচনকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিভাবে দেখছেন?

নাজমুলঃ স্থানীয় নির্বাচন রাজনৈতিক বিবেচনায় কখনও অনুষ্ঠিত হয় না। এখানে প্রার্থীর ভালমন্দ বিচার করে ভোটাররা ভোট দিয়ে থাকেন। যাকে যোগ্য মনে করবেন ভোটাররা তাকেই ভোট দিবেন। ইউপি নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর তেমন প্রভাব পড়ে না। আমি সব দলের ভোটারদের কাছ থেকেই সহযোগীতা পাব ইনশাল্লাহ।

মে.প্রঃ আপনি তো আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত। আপনার দল থেকে একাধিক প্রার্থী রয়েছেন। এটাকে কিভাবে দেখছেন?

নাজমুলঃ আগেই বলেছি স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় প্রভাব খুব একটা কাজে আসেনা। আমি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করছি। এরআগে ছাত্রলীগের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছি। আমি ছাত্রলীগ থেকে উঠে এসেছি। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ইউপি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি এই পদের আগে দলের কোন পদে ছিলেন তা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কেউ জানেন না। তবে ভোটাররা তাদের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে যোগ্য প্রার্থীকে বেছে নিবেন আশা করি।

মে.প্রঃ ইউনিয়নবাসীর উদ্যেশ্যে কিছু বলুন।

নাজমুলঃ আমি ইউনিয়নবাসীর সুখে-দুঃখে তাদের সাথে থাকতে চাই। আমি ইউনিয়নবাসীকে সেবা করতে চাই।

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির নির্বাচনে সম্পাদক পদে এবার

লড়বেন কামাল

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির অসন্ন নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে এবার লড়বেন সব মহলের অতি জনপ্রিয় ব্যক্তি কামাল হোসেন। কামাল হোসেন আলমডাঙ্গার ফিড ব্যবসায়ী জগতের অন্যতম পরিচিত নাম ‘কে বিজনেস’ এর স্বত্তাধিকারী। নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে বণিক সমিতির ভোটারদের মাঝে কামালকে নিয়ে বেশ সোরগোল উঠেছে। সোরগোল উঠেছে আলমডাঙ্গার সব মহলেও।

বণিক সমিতির নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো থেকে জানা গেছে, সর্ববৃহৎ আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির নির্বাচনে নির্দিষ্ট ব্যবসায়ীরা ভোটার হলেও সচেতন সব মহলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশ গ্রহণ থাকে এতে। নির্বাচন যত এগিয়ে আসে মানুষের দৌড়ঝাপ ততটাই বেড়ে যায়। অনেকেই অন্তরালে বসে কলকাঠি নাড়িয়ে এই নির্বাচনকে প্রভাবিত করারও চেষ্টা করেন। তবে ব্যবসায়ী ভোটাররা চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তাদের নেতা নির্বাচিত করেন।

নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গেছে, ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর বণিক সমিতির বৃহৎ এই নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচনেচ্ছুক কামাল হোসেন সবার নজর কাড়তে পেরেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এই পদের জন্য কামাল হোসেন পুরোপুরি উপযুক্ত। তিনি নির্বাচিত হলে বণিক সমিতিকে আরো স্বচ্ছতার সাথে ব্যবসায়ীবান্ধব করে তুলতে পারবেন।
কামাল হোসেন জানান, নির্বাচনে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করার পর সব মহল থেকেই তিনি ভোটারদের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন। সবাই সাক্ষাৎ করে ও মোবাইলে কল করে খুব উৎসাহ দিচ্ছেন।

তিনি জানান, আমি নির্বাচিত হলে বণিক সমিতিকে আধুনিকায়ন ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজগুলো দেখবো। আমি আলমডাঙ্গার ব্যবসায়ীদের সব ধরনের বিপদ-আপদে পাশে থাকবো।

আলমডাঙ্গায় ক্যাপ্টেন শাহীনের স্মরনসভা করলো ‘ব্লুজম গার্ডেন’

আলমডাঙ্গায় অকাল প্রয়াত মেরিন ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন শাহীনুল ইসলাম শাহীনের স্মরণসভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে শহরের থানাপাড়া কমিউনিটি সেন্টারে মরহুম শাহীনের এসএসসি ব্যাচ- ১৯৮৭’র বন্ধুদের গড়া বন্ধু সংগঠন ‘ব্লুজম গার্ডেন’ স্মরণসভা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে মরহুম শাহীনের বড় ভাই ও সংগঠনের বন্ধু-বান্ধবীরা উপস্থিত ছিলেন।

বন্ধু সংগঠন ব্লুজম গার্ডেনের সভাপতি আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে স্মরণসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রয়াত শাহীনের বড় ভাই শহিদুল ইসলাম। তিনি স্মরণসভায় তার ছোটভাই শাহীন সম্পর্কে বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন শাহীনকে স্মরন করতে যাওয়া তার বাল্যবন্ধু ব্লুজম গার্ডেনের সাধারন সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনিও।

স্মরণসভায় একে একে বন্ধুরা অকালে হাঁরিয়ে যাওয়া তাদের বন্ধু শাহীনকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে থাকেন। স্কুল-কলেজে শাহীনকে নিয়ে আনন্দ-বেদনার গল্প বলতে গিয়ে সব বন্ধুদেরই অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। সেদিনের কলেজ ক্যাম্পাসের উচ্ছল তরুন শাহীন সবাইকে ফেলে অকালেই না ফেরার দেশে চলে গেছেন। এটা মানতে বন্ধুদের খুব বেশী কষ্ট হয়। সব বন্ধুদের স্মৃতিচারনে ঘূরেফিরে তাদের সেই কষ্টের কথাই বারেবারে উঠে আসে।

উল্লেখ্য, ব্লুজম গার্ডেনের অন্যতম বন্ধু ক্যাপ্টেন শাহীনুল ইসলাম শাহীনের কর্মজীন ছিল সাগর-মহাসাগনের অথৈই জলে। তিনি এ জাহাজ সে জাহাজে করে ঘুরে বেড়াতেন পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। পৃথিবীর দিকদিগন্ত ঘুরে চলতি সালের ১৭ এপ্রিল সাগরের বুকে জাহাজেই তিনি স্ট্রোক করে অকালে প্রাণ হারান। ব্লুজম গার্ডেন হারায় এক অকৃত্রিম বন্ধু।

আলমডাঙ্গায় এক নারীকে হত্যার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যার পর মুখে বিষ ঢেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। নিহতের নাম হিরা খাতুন (৩৬)।

রবিবার (২০ সেপ্টেম্বর) আলমডাঙ্গার জোড়গাছা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত স্বামী শাহিন (৩০) ঘটনা জানাজানি হলে স্ত্রীর লাশ ফেলে পালিয়ে যান।

জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার জোড়গাছা গ্রামের খবির উদ্দীনের ছেলে শাহিন হোসেন গত ৮ বছর আগে দামুড়হুদা উপজেলার রামনগর গ্রামের ফজলুল হকের মেয়ে হিরা খাতুনকে বিয়ে করেন। তাদের সংসারে ৪ বছরের এক পুত্র সন্তান রয়েছে।

গ্রামবাসীরা জানায়, রবিবার শাহিন হোসেন শ্বাসরোধ করে স্ত্রী হিরা খাতুনকে হত্যার পর মুখে বিষ ঢেলে রাখেন। পরে তাঁর স্ত্রী বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রতিবেশীদের জানায়।
এরপর গ্রামের মেম্বারসহ কয়েকজনকে প্রভাবিত করে ময়নাতদন্তের সুযোগ না দিয়েই তড়িঘড়ি করে লাশ দাফনের চেষ্টা করে। রাতে খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করেছে।

নিহত হিরা খাতুনের বাবা ফজলুল হক জানান, শাহিন হোসেন পরকীয়ার মত্ত। প্রায় স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করত। পরকীয়া প্রেমের কারণে আমার মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর জানান, খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করেছে। লাশ ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

বৃক্ষ রোপণ ও বাঁচিয়ে রাখতে উদ্যোগ গ্রহণ ফরিদপুরের শামীমের

বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার কথা বলে মাঠে-ময়দানে মাঝে-মধ্যেই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেন। সেই কর্মসূচি পালনের ছবি নানা পত্র-পত্রিকায়ও আসে।

ছবি ফলাও করে প্রচার হওয়ায় নেতাকর্মীরা তাদের রাজনৈতিক ফায়দা নিয়ে ঘরে ফেরেন ঠিকই কিন্ত ক‘দিনের মাথায়ই কর্মসূচিতে তাদের লাগানো গাছের চারা আর মাঠে-ময়দানে পাওয়া যায় না। ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলে। নেতাকর্মীরা সেদিকে ফিরেও আর তাকান না। এভাবেই বছরের পর বছর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চলে। কিন্ত প্রকৃতিতে গাছের সংখ্যা আর বাড়ে না।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন এবং তাদেরকে যথাযথভাবে বাঁচিয়ে রাখতে এবার এগিয়ে এসেছেন আলমডাঙ্গার ফরিদপুর গ্রামের যুবক এসএম গোলাম সরোয়ার শামীম। তার গ্রামসহ পুরো বেলগাছি ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫ হাজার নানা জাতের ফলজ ও বনজ গাছের চারা লাগানোর কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন তিনি। একই সাথে গাছগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রতিটি চারার সাথে একটি করে বাঁশের খাঁচা বানানোরও উদ্যেগ নিয়েছেন। এই বিশাল আয়োজনের কর্মসূচিতে শামীমের গ্রাম ফরিদপুরের যুবসমাজ ও মুরুব্বীরা তার সাথে রয়েছেন।

শনিবার বিকেলে ফরিদপুর খেলার মাঠে ৫ হাজার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেন গ্রামবাসী। ছাত্র-যুবকদের এই অসম্ভব সুন্দর আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন গ্রামের অশীতিপর বৃদ্ধরাও।

ফরিদপুর গ্রামের রিকাত আলী মন্ডলের সভাপতিত্বে বৃক্ষরোপণ আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন গ্রামের অপর অশীতিপর বদর উদ্দিন বিশ্বাস ভাদু মন্ডল। বিশেষ অতিথি ছিলেন গ্রামের কৃতি সন্তান জগলুল আরেফিন, লিটন মিয়া, ডাক্তার সামসুজ্জামান, দাউদ আলী জোয়ার্দ্দার, আব্দুল মান্নান মন্ডল, মানোয়ার হোসেন মন্ডল, গিয়াসউদ্দিন মন্ডল, মওলা বক্স মন্ডল, মনিরুদ্দিন মন্ডল, পলান মন্ডল, সাদেক মন্ডল, রইস উদ্দিন শিল্পী, আনোয়ার হোসেনসহ গ্রামবাসী।

আলমডাঙ্গায় ব্রিটিশ টোবাকো’র লরি চাপায় কৃষকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় ব্রিটিশ টোবাকো’র লরি চাপায় আইয়ুব হোসেন (৫০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যার আগে আলমডাঙ্গা-কুষ্টিয়া সড়কের নওদাপাড়া নামক স্থানে ওই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। এতে সাইকেলারোহী আইয়ুব হোসেন গুরুতর আহত হন। পুলিশ লরিটি উদ্ধার করে থানায় নিয়েছে।

নিহত আইয়ুব হোসেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমবাড়িয়া গ্রামের মৃত গারেস আলীর ছেলে। আইয়ুব হোসেন বাইসাইকেল চালিয়ে আলমডাঙ্গা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন।

স্থানীয়রা জানায়, মঙ্গলবার সন্ধ্যার আগে আইয়ুব হোসেন বাইসাইকেল চালিয়ে আলমডাঙ্গা থেকে আমবাড়িয়ায় তার বাড়ি ফিরছিলেন। তিনি আলমডাঙ্গা-কুষ্টিয়া সড়কের নওদাপাড়া গ্রামের কাছাকাছি হলে কুষ্টিয়া থেকে আসা ব্রিটিশ টোবাকো’র তামাকবাহি একটি লরি তাকে চাপা দেয়।

এ সময় তিনি সাইকেল থেকে ছিটকে গাড়ির নিচে পড়ে যান। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। অবস্থা বেগতিক দেখে গাড়ির চালক গাড়ি রেখে দ্রুত পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা আইয়ুব হোসেনকে উদ্ধার করে হারদী হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

থানার এসআই সফিকুল ইসলাম জানান, ঘাতক লরিটি থানায় নেওয়া হয়েছে। চালক পালিয়ে গেছে। দুর্ঘটনায় নিহত আইয়ুব হোসেনের লাশ হাসপাতাল থেকে থানায় নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, নিহতের পরিবারের মতামত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় আবারও পেঁয়াজের বাজারে আগুন, কেজি ১০০ টাকা

আলমডাঙ্গার কাঁচা বাজারে তরিতরকারী ও মরিচের পর হঠাৎ করেই আগুন লেগেছে পেঁয়াজে। মঙ্গলবার সকালে কাঁচা বাজারে সবজি কিনতে গিয়ে পেঁয়াজের ঝাজে ক্রেতাদের অনেকেরই চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছে। ৫০ টাকা কেজির পেঁয়াজ রাত পেরুতেই হয়ে গেছে ১০০ টাকা। যে কোন ধরনের সবজি ও কাঁচা মরিচের আকাশ ছোঁয়া দামের কারণে এমনিতেই মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। এরপর একদিনেই পেঁয়াজের দ্বিগুন মূল্য বৃদ্ধিতে মানুষের দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

জানা গেছে, গত সোমবার আলমডাঙ্গার পাইকারি বাজারে পেঁয়াজের কেজি ছিল প্রকারভেদে ৫০ থেকে ৫৫ টাকা। খুচরা বিক্রেতারা তা বিক্রি করেছেন ৬০ টাকা কেজি দরে। কিন্ত সোমবার রাতে ভারত বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়ার খবর প্রচার হলে পরদিন মঙ্গলবার সকালেই ৫০ টাকা কেজির পেঁয়াজের দাম বেড়ে হয়ে যায় ১০০ টাকা। আড়তদাররা নিজেরা সকাল থেকেই দাম বাড়িয়ে দেয়। আড়তে থাকা আগের দিনের বস্তা বস্তা পেঁয়াজও একই দামে বিক্রি করা হয়। তবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে আড়তদাররা কুষ্টিয়ার অন্যান্য বাজারের সাথে যোগাযোগ করে কিছুটা কমে বিক্রি শুরু করে। এ ক্ষেত্রে খুচরা বিক্রেতারা পেঁয়াজের কেজি বিক্রি করে ৯০ টাকা দরে।

ব্যাগ হাতে বাজারে আসা ক্রেতা হাফিজুর রহমান ক্লেদাক্ত কণ্ঠে বলেন, ৪০ টাকা কেজির নিচে কোন তরকারী নেই। কাঁচা মরিচের কেজি ১৫০ টাকা। পেঁয়াজ ১০০ টাকা। সাধারণ মানুষের আয় তো বাড়েনি। করোনার জেরে আয় আরও কমেছে। কিভাবে ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার চালাব?

মহিলা ক্রেতা নাসিমা বেগম বলেন, কোন তরকারীর দাম কম নয়। সবই ৪০ থেকে ৬০ টাকা কেজি। আমাদের মত সাধারণ মানুষের খেয়ে বাঁচার পরিস্থিতি নেই।

খুচরা বিক্রেতা জামান বলেন, সোমবারে পেঁয়াজের কেজি ছিল ৫৫ থেকে ৬০ টাকা। মঙ্গলবার সকালে প্রথমদিকে পেঁয়াজের কেজি ১০০ টাকায় বিক্রি হয়।

পরে আবার কমিয়ে ৯০ টাকা দরে বিক্রি করা হয়। ভারত বাংলাদেশে পেঁয়াজের রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়ায় দেশের বাজারে অস্থিরতা দেখা

দিয়েছে বলে তিনি জানান। এই সুযোগে এক শ্রেনীর আড়তদার সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দাম বৃদ্ধির পায়তারা করছে বলেও জানান তিনি।

আলমডাঙ্গায় মাদক ব্যবসায়ীর ৬ মাসের কারাদন্ড

আলমডাঙ্গার কেশবপুর গ্রামের মাদক ব্যবসায়ী এমদাদুলকে গাঁজা বিক্রি ও বহনের দায়ে ৬ মাসের কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালত। রবিবার বিকেল ৪ টায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী কারাদন্ডের আদেশ দেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, হারদী ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামের রুহুল আমীনের ছেলে মাদক ব্যবসায়ী এমদাদুল হক দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় গাঁজা বিক্রি করে আসছিল। সংবাদ পেয়ে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমাণ আদালত। কেশবপুর গ্রামের বাদলের দোকানের সামনে থেকে আটক করা হয় এমদাদুলকে। তার দেহ তল্লাসী করে উদ্ধার করা হয় ১০ গ্রাম গাঁজা।

আদালতের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন ও মাদক বিরোধী অভিযানে অংশ নেওয়া থানার এসআই সফিকুল ইসলাম জানান, এমদাদুল এলাকায় গাঁজা ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য বিক্রি করে আসছিল।

গতকাল রবিবার বিকেলে কেশবপুর গ্রামের বাদলের দোকানের কাছ থেকে তাকে আটক করা হয়। গাঁজাও পাওয়া যায়। ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ৬ মাসের কারাদন্ডের আদেশ দেন।

আলমডাঙ্গার বাড়িতে বাড়িতে জ্বর ও শ্বাসকষ্টের রোগী

নাসিমা বেগম ৫ দিন ধরে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। জ্বরের সাথে ঠান্ডা-কাশি ও শ্বাসকষ্টও রয়েছে। বাড়িতে তার ছোট ছেলেও জ্বরে পড়েছে। কিন্ত তিনি কোন চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নিতে যাননি। মোবাইলে গ্রাম্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ঔষধ খাচ্ছেন। এখন কিছুটা ভাল বোধ করছেন।

নাসিমা বেগমের মত রহিদুল ইসলামও তিনদিন হচ্ছে জ্বরে পড়েছেন। তার প্রচন্ড ঠান্ডা ও কাশি রয়েছে। তিনিও চিকিৎসকের পরামর্শে বাড়িতে থেকেই ঔষধ খাচ্ছেন। এখন তিনি অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। কেবল গলার স্বরটা ভেঙে গেছে।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, নাসিমা বেগম ও রহিদুল ইসলামের মত আলমডাঙ্গার প্রায় বাড়িতে বাড়িতে জ্বরে আক্রান্ত মানুষের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। এবং তাদের প্রায় সবাই বাড়িতে ঔষধ পথ্য খেয়েই সেরে উঠছেন। কেউ কেউ স্থানীয় হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তবে বেশীরভাগই করোনা হতে পারে এই ভয় থেকে বাড়িতে শুয়ে শুয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তারা হাসপাতালমুখি হচ্ছেন না।

এই জ্বরকে কোন মতেই বৈশ্বিক মহামারি করোনার সাথে মেলাতে রাজি হচ্ছেন না চিকিৎসকরা। তারা বলছেন, এটা ভাইরাল জ্বর। সাধারনত কিছু ঔষধ সেবনের মাধ্যমেই এই জ্বর-কাশি ও শ্বাসকষ্ট থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। কাজেই এটাকে নিয়ে আতংকের কিছু নেই।

এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হাদি জিয়া উদ্দিন আহমেদ বলেন, এই সময় প্রতি বছরই মানুষ ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত হন। এটার সাথে করোনাকে মিলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। কিছু ঔষধ সেবনের মাধ্যমে এই জ্বর ও শ্বাসকষ্ট থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।